স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 13th June 1962 { ৫ম সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

"লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন"

এই প্রবাদ বাক্যটি বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। সেকালে দেনার দায়ে যাহারা কারারুদ্ধ হইত, তাহাদের মুক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। যতদিন না ঋণ পরিশোধ হইত, ততদিন তাহাদিগকে জেলে আবদ্ধ থাকিতে হইত। আবার অনেকের জেলেই জীবনলীলার অবসান হইয়া যাইত। বহরমপুরের গৌরী সেন (গৌরীকান্ত সেন) এই সকল হতভাগ্যের ভরসাস্থল ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই, তিনি অনেককে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া দিতেন। ইহা হইতেই এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা আহিরীটোলায় এখনও তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা আছে।

কেহ ধনী মুরুব্বির সাহায্য পাইবার আশায় যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করিলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। আমাদের ভারত পনর বৎসর হইতে স্বাধীন নাম পাইয়া এমন অপব্যয় করা আরম্ভ করিয়াছে যে ইংরাজ সরকার দেশকে স্বাধীনতা দিয়া বহু নগদ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন সে সমস্ত উড়াইয়া দিয়া এখন এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া ধার করিয়া টাকা আনিয়া অমিতব্যয়িতা বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। যাঁহাকে ভারতের অনেকে জাতির জনক বলিয়া দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিত, দেশের ভাগ্যদোষে তিনিই ভারতের অহিতাকাঙ্ক্ষী দেশকে এক টাকা নয়, দু'টাকা নয়, ৫৫ কোটী টাকা দিতে বাধ্য করিয়াছেন। পরিশেষে দেশের এক উগ্র দেশাত্মবোধী ব্যক্তির হস্তে নিহত হইলেন।

আজ ভারত বিদেশী রাজ্যের নিকট দেনদার। ভারতের শাসনকার্য্য যাঁহারা চালাইতেছেন কোন কর্ম্মচারী বা হোমরাচোমরা ব্যক্তি বৃথা টাকা ব্যয় করিলে দেশের অডিট বিভাগ যদি তাহা দেখিয়া দোষারোপ করে, কর্ত্তা ব্যক্তিদের প্রিয়জন হইলে সেই অপব্যয়কারী ব্যক্তির কোন শাস্তি দূরে থাক প্রধান মন্ত্রী সে বিষয়ে তদন্ত করিতেও রাজী হন না।

শ্রীচিন্তামন দেশমুখ প্রধান মন্ত্রীকে বলেন উচ্চপদস্থ অনেক দুর্ব্বৃত্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাদের সমস্ত আমি নিজে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়া প্রমাণ করিব। একটা ট্রাইবুনাল গঠন করিয়া তাহাদের ধরিবার ব্যবস্থা করুন। প্রধান মন্ত্রী তাহাতে রাজি হন নাই। প্রধান মন্ত্রীর খামখেয়ালীতে দেশের কত হাজার বর্গ মাইল পরহস্তে গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চীনারা বহুদিন হইতে ভারতের কত অংশ দখল করিয়া লইয়াছে তাহা তিনি দেশের কাছে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাইকে দিল্লীতে আনিয়া বহু টাকা ব্যয় করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন অথচ যে জন্য তাঁহাকে আনা তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। ভারত এখন গৌরী সেনের কাজ করিতেছে। ধার করে টাকা এনে অপব্যয় করা কি উদারতা? কত ধূর্ত্ত কর্ম্মচারী অন্নদাতা মুনিবদের ধ্বংসের পথের পথিক করে।

গণতন্ত্র ভারতের রাজা নাই, জনগণের বেতনভোগী বড় ছোট কর্ম্মচারীরাই শাসন পরিচালনা করেন। আমরা মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের জনৈক বদান্য গৌরী সেনের কথা বলিলাম। এবার জনৈক উদার সরল প্রাণ, বিলাসী নবাবের কথা বলিব। তিনি ধূর্ত্ত চূড়ামণি পার্শ্বচরদের হস্তে কি প্রকার বেকুব বনিয়া অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হইতেন শুনুন—

নিজে কিছু জানেন না অথচ খুব বুদ্ধি রাখেন এমন অহংকারও যথেষ্ট আছে, তাহার দশা কি হয় শুনুন। বহুদিনের কথা—আমাদের দেশের নবাব সাহেবের দৌলতখানায় লক্ষ্ণৌএর নবাব আসিবেন। খবর পাইয়া নবাব মোসাহেবদের ডাকিয়া যাহাতে তিনি অতিথি নবাবকে চমৎকৃত করিতে পারেন তাহার আয়োজন করিতে বলিলেন। লাখ দশ লাখ ব্যয় হউক ক্ষতি নাই। অতিথিকে তাক লাগান চাই। মোসাহেবেরা টাকাকড়ি সব ভাগ করিয়া দুই নবাবকে বেকুব বনাইবার ফন্দী বাহির করিবার পন্থা আবিষ্কার করিলেন।

লক্ষ্ণৌএর নবাব বহু প্রকার আচার মোরব্বা আনিয়াছেন। নাচ গান চলিতেছে—লক্ষ্ণৌএর তরফ হইতে উচ্ছের মোরব্বা, বাঁশের মোরব্বা প্রভৃতি অসম্ভব অসম্ভব দ্রব্য পরিবেশন হইল। উভয় নবাব খাইয়া গান শুনিতে লাগিলেন। যখন লক্ষ্ণৌ এর দ্রব্যাদি পরিবেশন হইতেছে তখন আমাদের নবাব বাহাদুর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মুর্শিদাবাদ কা তরফসে কুছ আয়া নেহি? একজন মোসাহেব করজোড়ে বলিলেন—উস্ তরফকা চিজ শেষ হোনেসে এক চিজ হুজুরকা তরফসে দিয়া জায়েগা। লক্ষ্ণৌ এর শেষ হইল নানা রকম অখাদ্যকে খাদ্যে পরিণত করিয়া দেওয়া হইল। মুর্শিদাবাদের তরফের মোসাহেবেরা বৈশাখ মাসে কচি কচি তাল শাঁস খোসা পরিষ্কার করিয়া সাদা মারবেলের মত গোটা গোটা শাঁস (পাথ্‌থরকী মোরব্বা) উভয় নবাবকে দিলেন। ভিতরের সুস্বাদু জল খাইয়া সকলে অবাক হইয়া ধন্য ধন্য করিল। একজন মোসাহেব নিজের তরফের নবাবকে একখানা খুব শক্ত শাঁস দিয়া গেল। খুব শক্ত দেখিয়া নবাব যখন বলিলেন এত্তা শকত কাহে? তখন সকল মোসাহেব বলিলেন। হুজুর থারমেটার নাহি হোনেসে Heat জেয়াদা হো যাতা হুজুর। তখন থারমেমেটারের জন্য ৫০ হাজার টাকা এষ্টিমেট হইল। মোসাহেবগণ চালাকীর উপর চালাকী করিয়া অর্থ শোষণ করে। গৌরী সেন কত দিবে!

"মুশ্‌কিল আসান"

মুশ্‌কিল

গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটজনক অবস্থার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী আমদানী আরও হ্রাস করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ব্যবসায়ীদেরই

হউক আর ছাত্রদের হউক, বিদেশে যাওয়াও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। তিনি বলেন যে, এই ব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর চাপ পড়িবে এবং কতক লোকের অসুবিধাও হইবে। কিন্তু তিনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হউক, জনসাধারণ তাহা সমর্থন করিবেন। কেন্দ্রীয় অর্থ-মন্ত্রীর এই ঘোষণা অপ্রত্যাশিত, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। গত মে মাসের শেষভাগে 'এইড ইণ্ডিয়া ক্লাব' যখন তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরের জন্য অর্থ সাহায্য সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়াই কয়েক সপ্তাহের জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখে, তখনই বুঝা গিয়াছিল বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে ভারত গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে পড়িবে। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে ভারত প্রায় দেউলিয়া হওয়ার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা মনে করিলে হয়ত খুব বেশী ভুল হইবে না। এই অবস্থায় অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত রাখিলে ভারত যে খুব বে-কায়দায় পড়িবে তাহা 'এইড ইণ্ডিয়া ক্লাব' বুঝিতে পারেন নাই, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

'মুশ্‌কিল আসানে'র আশা
বৃটেন কর্তৃক ভারতকে শীঘ্রই ১২ কোটি টাকা ঋণ দান

ভারতের ব্যাপারে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহযোগিতার আহ্বান

নয়াদিল্লী, ৮ই জুন নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ সরকার দুই তিন সপ্তাহ মধ্যেই ভারতকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার (প্রায় ১২ কোটি টাকা) ঋণ দিবেন। এই ঋণের সহিত কোন সর্ত্ত জড়িত থাকিবে না।

কোপেনহেগেনের এক সংবাদে বলা হয় যে, ডেনমার্কও ভারতকে এক কোটি টাকা ঋণ দানের প্রস্তাব করিয়াছে। এই ঋণ দশ কি পনের বৎসর পর পরিশোধ করিতে হইবে।

পশ্চিমী জাতিসমূহের 'এড-টু-ইণ্ডিয়া' ক্লাব আশা করেন যে, ভারতের জন্য আরও অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়া যাইবে। বৃটেন যে ভারতকে ঋণ দিতে যাইতেছে, বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব মিঃ ডানকান ব্যাণ্ডির ভারত সফরকালে কিংবা ইহার কয়েকদিন পর ঘোষিত হইবে। মিঃ ডানকান খুব সম্ভব ১৫ই জুন নয়াদিল্লী আসিয়া পৌছিবেন।

বৃটিশ সরকারের সাহায্যের পর পশ্চিম জার্মাণীও আর একদফা সর্ত্তহীন ঋণ দিবে, এইরূপ সম্ভাবনা। ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বর্ষে ঐ দেশগুলির যে সাহায্য দেওয়ার কথা, আলোচ্য ঋণ সেই হিসাবের মধ্যেই ধরা হইবে। এই সাহায্যে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি সাধিত হইবে।

টেক্সটাইল লাইসেন্স রিনিউ

আগামী ১৮ই জুন হইতে ২৩শে জুন, ১৯৬২ পর্য্যন্ত জাঙ্গপুর মহকুমার সমস্ত থানার 'সি' গ্রুপ (বস্ত্র ব্যবসায়ী) লাইসেন্স গ্রহণকারীগণের লাইসেন্স রিনিউ হইবে।

রঘুনাথগঞ্জ থানা—১ হইতে ৫০নং ১৮ই জুন, ৫১ হইতে ১০০নং ১৯শে জুন, ১০১ হইতে ১২৯নং ২০শে জুন।

সাগরদীঘি থানা—১ হইতে ৩৫নং ২০শে জুন।

সুতী থানা—১ হইতে ৫৪নং ২১শে জুন।

সমসেরগঞ্জ থানা—১ হইতে ৫০নং ২২শে জুন, ৫১ হইতে ৬২নং ২৩শে জুন।

ফরাক্কা থানা—১ হইতে ১৯নং ২৩শে জুন।

'ডি' গ্রুপ (ফেরীওয়ালা) পর সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে

ট্রাকের চাপে মৃত্যু

বিগত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার মিঞাপুর চামড়া আড়তের সম্মুখে বাঘা গ্রামের বৈদ্যনাথ সূত্রধর ট্রাক চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। শবদেহ ব্যবচ্ছেদের পর উহা আত্মীয়স্বজনকে সৎকারের জন্য দেওয়া হয়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

পোক্তা বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জের কেন্দ্রস্থলে মিউনিসিপ্যাল অফিসের সম্মুখে একখানি পোক্তা দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

মহম্মদ শরিফ

রঘুনাথগঞ্জ চামড়ার আড়ত।

ড্রাফ্ট নোটিশ

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

১৫১।৬২ অন্য

বাদী—শ্রীশ্রী৺নাগেশ্বরী মাতার সেবাইত তক্ষক মৌজার অধিবাসীগণ ১। শ্যামাপদ মণ্ডল, ২। ফণিভূষণ সরকার, ৩। রাধাকান্ত মণ্ডল, ৪। নিবারণচন্দ্র মণ্ডল, ৫। ভক্তিভূষণ মণ্ডল সাং তক্ষক থানা রঘুনাথগঞ্জ।

বিবাদী—১। পঞ্চানন হাজরা ২। সরোজাক্ষ হাজরা, সাং বাড়ালা ৩। লক্ষ্মীনারায়ণ প্রামাণিক ৪। সত্যনারায়ণ প্রামাণিক, সাং বাইদ্ধা থানা রঘুনাথগঞ্জ।

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত তক্ষক মৌজার অধিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺নাগেশ্বরী দেবী মাতা পক্ষে তক্ষক মৌজার গ্রামবাসী সেবাইতগণ পক্ষে শ্যামাপদ মণ্ডল, ফণিভূষণ সরকার, রাধাকান্ত মণ্ডল, নিবারণচন্দ্র মণ্ডল ও ভক্তিভূষণ মণ্ডল আরজির তপশীল জমিতে উক্ত শ্রীশ্রী৺নাগেশ্বরী দেবী মাতাঠাকুরাণীর স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বাবদ পঞ্চানন হাজরা, সরোজাক্ষ হাজরা, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রামাণিক ও সত্যনারায়ণ প্রামাণিক বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ১৯৬২ সালের ১৫১নং অন্য মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। উক্ত তক্ষক মৌজার গ্রামবাসী সেবাইতগণ মধ্যে অন্য কেহ ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমার বাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমা পরিচালন করিতে পারেন। ইতি

By order of the Court
B. Lala, Sharistadar,
Munsif's 1st Court, Jangipur
12. 6. 62

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীনলীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট:—*ডাঃ ডি, ডি, হাজরা*
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এনলার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।